আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমঝদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে না-বলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেননি। বিদ্যুর রুটি বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে, ডিকরুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি

Scanned with CamScanner

ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশোনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাইনে, বুদ্ধিও চাইনে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিকবুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তার ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়। হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয়নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল লাঠিখেলার কারদানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুধু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনও ছায়াটার পায়ে, কখনও তার ঘাড়ে, কখনও তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চারদিকে যারা

জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায়, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনও হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি', তাহলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'শাবাশ', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়? আমিও ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি। সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই বলে বর্ণনা করে।

***

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
ইংরেজ ফৌজের সাথে দ্বার রুধে,
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।
ঘোড়া টগবগ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।

Scanned with CamScanner

ইংরেজ দুদ্দাড় কোথা দেয় ছুট,
কোন্ দূরে মশমশ করে তার বুট।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারেবারে
দেশে তার জয়রব ওঠে চারিধারে।
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
রোজ পেনসিল তার কেড়ে নেয় গোরা।
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে।
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
ভুদু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ,
হাততালি দিতে দিতে চেঁচায় প্রতাপ।
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

Scanned with CamScanner

Class – VIII
6/6/2020

বিষয় – বাংলা

আলোচ্য গদ্য → মুনশি
লেখক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১।প্রঃ– 'এই ছিল তাঁর বিশ্বাস'—
(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন গদ্যাংশ থেকে গৃহীত?
(খ) লেখক কে?
(গ) কার কি বিশ্বাস ছিল?

উঃ– (ক) উদ্ধৃত অংশটি 'মুনশি' গদ্যাংশ থেকে গৃহীত।
(খ) লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(গ) উক্ত অংশে মুনশিজির বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ইংরেজদের থেকেও ইংরাজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন, এতটাই উত্তম ছিল তাঁর ইংরাজি ভাষায় কেউ তাঁকে হারাতে পারবে না।

Home work

২।প্রঃ 'যেন মোম-জামার মতো'—(ক) কার জামার কথা বলা হয়েছে? (খ) গল্প অনুসারে তাঁর দৈহিক বর্ণনা দাও।

৩।প্রঃ– 'সবচেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল লাঠিখেলার কারদানি নিয়ে'—(ক) এখানে তাঁর বলতে কাকে বোঝান হয়েছে? (খ) তিনি কি ভাবে লাঠিখেলায় কারদানি করতেন?

Scanned with CamScanner